হে ইমানদার গণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।

জিহাদের ভূমি সিরিয়ায় হিজরতকৃত সত্যবাদীদের প্রতি বার্তা

শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাক্বদিসী হাফিজাহুল্লাহ

২০১৪ খৃ / ১৪৩৫ হিঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

হে ইমানদার গণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যনিষ্ঠদের সাথী হয়ে যাও।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের উপর

হে সত্যনিষ্ঠ ভাই.....আপনি তো সেই ভাই যিনি পরিবারের মায়ার বাধন ছেড়েছেন স্বীয় জন্মভূমি ত্যগ করেছেন, বহু চাড়াই-উৎড়াই মাড়িয়েছেন, অনেক ঝড়-ঝঞ্জা হজম করেছেন, দারুল ইসলামের স্বপ্ন আপনাকে স্পর্শ করেছে, ইসলামের খেলাফত ও দাওলার ব্যপারে আপনি উৎসাহী হয়েছেন। আর এ স্বপ্ন আপনাকে কঠিন এমন মসিবতের মুখোমুখি করে দিয়েছে যেমন মসিবতের অগ্নি পোহাতে হয়েছে দারুল কুফর ও তথাকার ফেতনাসমূহে, তাগুতের যুলুম ও তাদের আইনের যাতনা, আপনি এসেছেন আল্লাহ তাআলার ভালবাসায় সর্বোত্তম দাসত্বের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়াকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ.....

অতপর...

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের ও আপনাকে ভিতরে-বাহিরের সমস্ত ফেতনা থেকে আমাদের রক্ষা করেন।

-প্রিয় সত্যনিষ্ঠ ভাই! বিশেষভাবে কেন এ বার্তা আপনার জন্য?

কেননা আল্লাহ তা'আলা জীহাদে হাক্বীক্কীর পথিকদের খুব দামী বিশেষনে বিশেসিত করেছেন অধিকাংশ দাওয়ার ময়দানে মুজাহিদ এমন মর্যাদা পাবে না। আর সেই ছিফতটা হল " সত্যনিষ্ঠতা" । যা আল্লাহ তা'আলা কঠিন যুদ্ধের (তাবুকের) আলোচনার শেষে বলেছেন, পিছনে থাকা লোকদের সংবাদ দিয়ে আল্লাহ আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন "হে ইমানদার গণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সত্যনিষ্ঠদের সাথী হয়ে যাও।" সুরা তাওবা-১১৯

আল্লাহ হাক্বীকী মুজাহিদের শানে আরো বলেছেন।"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" সুরা হুজুরাত-১৯

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন : যারা রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, ...সুরা বাকারা-১৭৭

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছে, "যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাহায্য করল তাদের এই গুনে গুনান্বিত করেছেন "তারাই সত্যনিষ্ঠ" হুজুরাত-৮

তাই আমি একমাত্র আপনার জন্য বিশেষ করে এ বার্তা দিচ্ছি আর যারা শুধু সত্যনিষ্ঠ তাদের জন্য। এ অন্ধদের ফেৎনা আর ঘুটঘুটে অন্ধকার সময়ে আমি অন্য কাউকে সম্বোধন করার সাহস পাচ্ছি না। কারণ হল সত্যনিষ্ঠতা পূণ্যের পথে পথ প্রদর্শণ করে। যেমন রাসূল সা: বলেছেন: সত্যনিষ্ঠতা তোমাদের উপর ওয়াজিব, কেননা সতনিষ্ঠতা পূন্যের দিকে পথ প্রদর্শণ করে, আর পূণ্য জান্নাতের পথ নির্দেশ করে, কোন ব্যক্তি যদি সত্যনিষ্ঠতা নিয়ে চলতে থাকে এবং এতে মনোনিবেশ করতে থাকে অবশেষে আল্লাহর নিকট তাকে ছিদ্দিক হিসেবে নাম লিখা হয়। তোমরা মিথ্যাশ্রয় থেকে বেচে থাক,কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার জাহান্নামে টেনে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যাশ্রয়ী হয় আর মিথ্যা চালিয়ে যেতে থাকে অবশেষে আল্লাহর নিকট তার নাম লিখা হয় কায্যাব (ভীষন মিথ্যাবাদী)

এ কারণে খাছ করে আমি আপনাকেই এ বার্তা ও তার নছিহতের জন্য নির্বাচন করেছি। তবে তাতে ঐ দলের দিকে লক্ষ্য করিনি যে দলে আপনি বায়আত দিয়েছেন ও শামিল আছেন। কেননা ফেতনা চতূর্দিকে ছেয়ে গেছে আর বালা-মুসিবতের প্রসার ঘটছে। আর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, ইসলাম ও

জিহাদের অনুসারীদের প্রতি (নছিহত করা থেকে)আক্রমন ও মর্যাদা পতনের ভয়ে চুপ থাকবে সে হল "আখরাছ শয়তান" (বোবা শয়তান)....

ধোকাগ্রস্থ, সন্দেহগ্রস্থ, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক (বোবা শয়তান) এর থেকে নিকৃষ্ট; যেহেতু তারা হল এমন বাকক্ষমতা সম্পন্ন শয়তান যারা হেটে-দৌড়ে অন্যায় প্রসারে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।

আমার অঞ্চলিক দ্বীনি ভাইদের রেখে প্রথমে আপনাকে নছিহত করতে যে বিষয়টা আমাকে উদ্বোদ্ধ করেছে তা হল, আমার সবচেয়ে লোভনীয় মহব্বতের বিষয় হল ইসলাম ও জিহাদ। আর একটি বিষয় আমাকে উৎসাহিত করেছে এ নছিহতের ক্ষেত্রে তা হল আমার কাধে ঐ আমানতের বোঝা, যে ব্যপারে আপনি ও আপনার সমমনা লোকেরা যে মানহাযের তরবিয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন সে মানহাযের দায়ীদের মধ্যে আমি একজন অন্যতম ব্যক্তি মনে করা হয়। যে কিতাবসমূহ থেকে আপনি শিখেছেন তার প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোই আমার লিখিত। আমার লিখিত কিতাব ততক্ষন পর্যন্ত পাঠ করা হবে যা আমার অস্বিকার করার কোন উপায় নাই;যতক্ষন পর্যন্ত বড় কোন জ্ঞানী তা প্রত্যাখ্যান করে না লিখবে। আর এই কারনেই আমি আল্লাহর আমানতের খেয়ানত হোক; তা চাই না। আল্লাহ বলেছেন-

হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করোনা আল্লাহ্‌র সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে। -সুরা আনফাল-২৭

সম্মানিত ভাই! যখন আপনি জিহাদ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করবেন তখন আপনি নিজের জন্য সীমালঙ্গনকারীদের চিনে নিবেন। আর সাবধান! সমস্ত মুসলিমদের রক্তের হুরমত (রক্ত প্রবাহিত করা হারাম) সম্পর্কে কখনো গাফেল হবেন না, এমনকি গুনাহগারদের ক্ষেত্রেও নয়: বিদায় হজ্বের দিন সমপরিমান ইমানওয়া বিভিন্ন শ্রেনীর মুসলমানের সমাবেশে রাসূল স. খুতবায় বলেছেন:- "নিশ্চই তোমাদের মাল ও রক্ত তোমাদের উপর হারাম যেমন এই মাসে এই শহরে এই দিনটি হারাম, "

আর মনে রাখবেন যে আল্লাহ তা'আলার নুসরত ও তার হুকুম পালন করতে আপনি বের হয়ে এসেছেন। তার কালামে কঠিন হুমকি নাযিল হয়েছে; আর তা হল-ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিনকে হত্যার ব্যপারে-

"যে ব্যক্তি স্বেচছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তূত রেখেছেন।" সুরা নিসা-৯৩

আর হাদীসে এসেছে "যদি কোন একজন মুমিন বান্দার হত্যার মধ্যে আসমানবাসী ও জমিনবাসী একসাথে শরিক থাকে তবে আল্লাহ এদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আর আমি "আল্লাহর কসম" বেচাইনভাবে আশা করব যে আপনি মুসলমানদের মাঝে সংঘঠিত লড়াইগুলোতে "উনূনের লাকড়ী" হবেন না। এমন হবে যে, "দাওলা' ও "খেলাফত" অথবা জিহাদ বা আত্মঘাতি শাহাদাত কিংবা "রনজাগরণের দাওয়াতের" মাধ্যমে বিনা বিচারে দলীলবিহীনভাবে নিরাপরাধ লোকদের হত্যা ও মুসলমানদের বন্ধন ছিন্ন করবেন। এর মাধ্যমে আপনি জাহান্নামের ইন্ধন হবেন। আল্লাহ আপনাকে ও আমাকে রক্ষা করুন। অথচ আপনি জান্নাতের গান গাইতে গাইতে ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে নিজের বাড়িঘর ছেড়েছেন।

তাই! প্রত্যেক কদম ফেলার আগে হিসাব করবেন আপনাকে কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবার আগে, আর নিজের প্রতেকটি কৃতকর্মকে শরিয়তের দাড়ি-পাল্লায় ওজন দিবেন ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন সম্পদ ও সন্তানাদী কোন কাজে আসবে না তবে যে সুস্থ্য হৃদয়ে গমনকারী ব্যতিত। নিজের চালিত প্রত্যেকটা গুলির গন্তব্য খুব ভালকরে বুঝে নিবেন মনে রাখবেন যে আপনি কোন বিবাহ মজলিসে বা কোন আনন্দস্থলে নয় যে, যেমন খুশি আকাশে গুলি চালাবেন বরং এমন প্রাঙ্গনে আপনি আছেন যেখানে

মুসলিম, কাফির, নেককার, বদকার রয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে ও শরীয়তের হুকুম কার্যকর করার ময়দানে আপনি একা নন।

সহি মুসলমি শরীফে আছে আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত রাসুল স. বলেছেন, ...যে ব্যক্তি অন্ধকার ও অস্পষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে লড়াই করে আর জাতীয়তাবাদের (দলীয়করন, আত্বিয়তাবাদ) পক্ষে গোস্বা হয় অথবা জাতীয়তাবাদের দিকে ডাকে অথবা জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে আর নিহত হয় তবে সে জাহেলী মৃত্যুবরণ করল, আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হল এমনভাবে যে, নেককার ও বদকার সমানভাবে মেরে যাচ্ছে, এবং মুমিনদের থেকেও হাত গুটায় না এবং অঙ্গিকারাবদ্ধদের সাথে অঙ্গিকার রক্ষা করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে নয় আর আমিও তার জন্য নই।

সুতরাং সাবধান! অনেক মুসলমান আপনার সম্পর্কে বলে যে, জাগরনবাদী গণহত্যাকারী ও নাস্তিকদের নিন্দনীয় দোষাবলীর মত আপনি নিজেদের (মুসলমানদের) মাল-সম্পদ, রক্তসমূহ হালাল মনে করেন, তাদের সাজে নিজেদের সাজিয়েছেন। একথা যেন আপনার দ্বারা সত্য না হয়ে যায়। বরং এমনটাই এখন দেখা যাচ্ছে, দ্বীন মনে করে ভাড়াটে চাটুকার হয়ে অথবা প্রত্যেক চিৎকারকারীর আহবানে সাড়া দিতে যেয়ে ধোকায় পতিত হবেন না। অধিকাংশ বিতর্ককারীদের মধ্যে এখন বিনা হিসাবে ও বিচার ছাড়া মিথ্যার বান নিক্ষেপ করা জনপ্রিয় সম্পদে পরিনত হয়েছে। যা কিংকর্তব্যবিমূঢ় পার্থক্য করতে পারে না। আর গোড়ামীর শ্লেষ্মা (সর্দি) রুচিবোধ ও বুদ্ধির সংবেদনশীলতাকে ধ্বংস করে, এমনকি ঘ্রান শক্তিরও.....। ঐ সমস্ত প্রচারিত ভিডিওর অনুসরনের ব্যপারে সতর্ক হোন, যা দ্বারা এখন প্রকাশকারীরা গর্ববোধ করে যাতে মুসলমানদের মাথা কাটা হয়েছে; আর এ কথা স্মরণ করুন যে, গোনাহপ্রকাশকারী আল্লাহর নজর থেকে পড়ে যায় যদিও গোনাহ অল্প হোক, অথবা ঐ কুফুরীর (কথা স্মরন করুন) যা দেখা হয়েছে এবং আর হিসাব দেওয়া লাগবে। আর ঐ ছহিহ হাদীসকে স্মরণ করুন যেখানে রাসূল সা: বলেছেন " যে ব্যক্তি কোন মুমিন কে হত্যা করল এবং তাতে খুশি হল, আল্লাহ সে ব্যক্তির কোন খরচ ও ন্যায়সম্মত কোন কাজই গ্রহণ করবে না।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি: রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, (কেয়ামতের দিন) এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির হাত ধরে আসবে আর বলবে হে প্রভূ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্য করেছে তখন আল্লাহ তাকে (হত্যাকারীকে) বলবে : কেন তুমি তাকে হত্যা করলে? তখন সে ব্যক্তি বলবে তাকে আমি আমার নিজ সম্মান বাড়ানোর জন্য হত্যা করেছি। আল্লাহ বলবেন: তা তো আমার জন্যই নিদৃষ্ট। আরেক ব্যক্তি একজনের হাত ধরে এসে বলবে: এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে; আল্লাহ বলবেন: কেন হত্যা করেছ তখন (হত্যাকারী) সে বলবে: অমুক ব্যক্তির সম্মানার্থে তাকে হত্যা করেছি। আল্লাহ বলবেন: অমুকের জন্য তো সম্মান নয়। তখন সে তার (নিহতের) গোনাহর বোঝা বহন করবে।

আপনার স্মরণ রাখা উচিত আপনি যাকে হত্যা করছেন সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে নালিশাকরী হিসেবে দাড়াবে, হয় আপনি তার হত্যার উপযুক্ত কারণ দর্শাবেন আর তা হল, সেই হত্যা হতে হবে আল্লাহর জন্য অথবা তার দ্বীনের জন্য। অথবা সেই হত্যা যদি হয়, প্রবৃত্তির অনুসরনে বা দুনিয়ার জন্য বা বাতিলের সাহায্যের জন্য কিংবা বাতিলের গোড়ামীর জন্য তখন আপনি ধ্বংস হবেন। মনে রাখবেন! কেয়ামতের দিন রক্তপাত ই হবে সবচেয়ে বড় বালা-মুসিবতের কারণ। হাদীস শরীফে এসেছে "কেয়ামতের দ্বীন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিচার হবে তা হল রক্তপাতের।"

সুতরাং গভীরভাবে ধ্যান করেন যে, বিচারের জন্য সর্বপ্রথমে আল্লাহর সামনে আপনার আগমন কি দিয়ে আপনার সাথে আরম্ভ হবে.....

রাসূল সা. বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি দ্বীনের প্রশস্ততায় থাকে যতক্ষন না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত না হয়। তাই এই প্রশস্ততাকে আকড়ে ধরতে মনোনিবেশ করুন আর তা নষ্ট করবেন না বা হারাবেন না।

এমনিভাবে সম্পদ সমূহ। মুসলিমদের অধিকারের ব্যপারে আপনার অধপতন থেকে বেচে থাকুন। তাদের সম্পদ ও মালসমূহ হালাল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কাফির বলে দিলেনম অথচ আপনি আল্লাহর রাস্থায় বের হয়েছেন। তাই গনিমতের মাল আত্মসাত ও মুসলিমের মাল লুণ্ঠন থেকে বেচে থাকবেন এক দিরহাম হলেও। কিংবা কোন এক দিনারকে বাজেয়াপ্ত করলেন তখন আপনার লড়াই হয়ে গেল মালের জন্য অথবা চৌর্যবৃত্তির জন্য অথবা লুণ্ঠনের জন্য অথবা মুসলমানের হকসমূহ বাজেয়াপ্ত করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে, তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তূত: আল্লাহ্‌র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অত:পর আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন।" সুরা নিসা-৯৪

খাওলা আনসারী রাযি. থেকে ইমাম বুখারী বর্ননা করেন , তিনি বলেন: আমি রাসূল স. কে বলতে শুনেছি যে: 'নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহর সম্পদ আত্মসাৎ করবে, ক্বিযামতের দিন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম'।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূল সা. বলেছেন: '"কারো উপর তার ভাইয়ের কোন প্রকার দাবি থাকলে সে যেন তাতে থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা সেখানে (কিয়ামত দিবসে বা পরকালে) কোন দীনার-দিরহাম (টাকা-পয়সা) থাকবে না। তার অন্যায়ের সমপরিমাণ নেকী তার ভাইয়ের জন্য কেটে নেয়ার আগেই। তার যদি নেকী না থাকে তাহলে তার ভাইয়ের গুনাহগুলো নেয়া হবে, অতঃপর তার উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে।"

সহি মুসলিমে আছে। আবু উমামা রাযি. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: '"যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন মুসলিমর হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ওয়াজিব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন।'' একটি লোক বলল, 'যদি তা নগণ্য জিনিস হয় হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, ''যদিও তা পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়।''

মানুষের সম্পদের বিরুদ্ধে শত্রুতা অথবা স্থুল জ্ঞানসম্পন্ন অপব্যাক্ষা ও অযৌক্তিক দলিল দিয়ে মানুষের হকসমূহ বাজেয়াপ্ত করা থেকে বেচে থাকুন। মুলনীতি হল মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও তাকে সুরক্ষা করা,যদিও সে গোনাহগার হয়। আর ঐ সমস্ত সীমালংঘনকারীদের দ্বারা ধোকাগ্রস্ত হবেন না, যারা হালকা সন্দেহে কাফের ফতোয়া দেয় যাতে করে তার সম্পদকে হালাল করতে পারে। (সুরা নিসার ৯৪ নং আয়াতের এ অংশে) (فتبينوا) অর্থ " অনুসন্ধান করে নিও।" আল্লাহর এ উপদেশের কথা দ্বিতীয়বার স্মরন করুন সাথে এটাও স্মরন করুন (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন" । স্মরণ করুন আপনি বের হয়েছেন ঐ জান্নাতের উদ্দেশ্যে যার প্রশস্ততা আসমান যমিনের দুরত্বের সমপরিমান সুতরাং তাকে নস্বর দুনিয়ার কিছু অনৈতিক কর্মকান্ডর মাধ্যমে হেলায় হারাবেন না।

স্মরন করুন রাসূল সা. এর এই কথা "প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে আর প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে মানুষ তাদের মাল ও রক্ত নিরাপদ মনে করে।- বোখারী ও মুসলিম

হে সত্যবাদী ভাই! নিশ্চই আপনার বুকের মাঝে আত্মা মাত্র একটি। সুতরাং ঐ অন্ধ, যার হাতে আপনি বায়আত হয়েছেন তার বাধ্য হওয়ার দ্বারা আপনার আত্মাকে কলুষিত করবেন না। কেননা সে আল্লাহর সামনে আপনার কোন উপকারে আসবে না। যে দিন আপনাকে ঐ রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যা আপনি প্রবাহিত করবেন। সেদিন তাকে দেখতে পাবেন "ইয়া নাফসি" "ইয়া নাফসী" বলে চিৎকার করছে। " বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়।" সুরা যুখরুখ-৬৭

জ্ঞাতব্য বিষয় হল: অনেক অতি উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ আত্মঘাতী কর্মকান্ডকে যেভাবে ব্যবহার করছে তা মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের বেধে দেয়া সীমা অতিক্রম করেছে, লিখিত শরয়ী ফতোয়াকে তার গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছে; বরং আল্লাহর বেধে দেয়া সীমা লংঘন করে জাহান্নামের ইন্ধন হচ্ছে, নিরাপরাধ লোকের রক্তপাতে তা ব্যবহার হচ্ছে; আপনি শুধুমাত্র একটি জানের মালিক। তাই বুঝেশুনে তা ব্যবহার করুন। ঐ রুহ একবার বের হবার পর আর দুনিয়াতে ফিরে আসবে না। যখন তা চলে যাবে তখন পুনরায় নিজের পাপের প্রয়াশ্চিত্ত করা বা পলায়নের কোন সুযোগ নাই! কোন বিকল্প পথ নাই! তাই সাবধান! মুসলিমদের জমিতে ও মুজাহিদদের সেনানিবাস বা তাদের সম্মিলনস্থল বা বাজারে পাপাচারীতার পথ গ্রহণ করবেন না। আর এটা জিহাদ বা শাহাদাত কোনটাই নয় বরং তা সীমালঙ্গন ও পাপাচার....

একবার ভাবুন! বিশ্বস্ত ওলামায়ে কেরাম প্রয়োজন ব্যতিত এ রকম কর্মকান্ড করার নীতিগত অনুমোদন দেন না। (তারা শুধু বৈধতা তখনই দেন যখন) সামগ্রীকভাবে অকাট্যভাবে বাস্তবে ফাসাদকে রোধ করা হয়, যখন নাকি তা ব্যতিত বিকল্প পথ খোলা না থাকে। আর যদি এই ফেতনা রোধ করা সম্ভব না হয় তবে মুসলিম উম্মাহর বিরাট ক্ষতির কারণ হবে। নিজেকে টাইম বোমায় পরিনত করে যে কোন টার্গেটে প্রয়োনীয় ক্ষেত্রে হোক বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আক্রমন করে দেয়াকে কিভাবে নিজের জন্য আপনি বেছে নিতে পারেন? আর কিভাবে মুসলমানদের রুহসমূহ শিকার ও মুজাহিদের সেনানিবাস ধংস পরিত্র মুসলমানদের রুহ ধ্বংশে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। এ ব্যপারে অন্ধদের আনুগত্যের ব্যপারে সাবধান হোন আর স্মরণ করুন বোখারী মুসলিমের রাসূলের এই হাদীসটি" আনুগত্য হবে একমাত্র ন্যায় কর্মের"

মুসনাদে আহমাদে রাসূল সা. থেকে বর্ণিত আছে "আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার অবাধ্যচারন করে কোন মাখলূকের আনুগত্য করা যাবে না"

চিন্তা করে দেখুন আপনি একজন সম্মানিত মুজাহিদ কোন ভাড়াটে চাটুকার নয়..... ভেবে দেখুন ঐ টার্গেট সমূহের ব্যপারে যেখানে আপনাকে অগ্রসর করা হয় আর আপনি তা বাস্তবায়ণ করেন, আপনার কাজে বাহবা দানকারী প্রশংসার ঢোলবাদকদের দ্বারা ধোকাগ্রস্ত হবেন না যদি আপনি আল্লাহ ও আখেরাতের গৃহ তালাশ করেন.

এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম। সুরা কাসাস-৮৩

মূল্যবান ভাই আমার! আমরা প্রত্যেকেই খেলাফত ও শরিয়তের হুকুম কার্যকরের জন্য ইসালামী দাওলা চাই, আর তা প্রতিষ্ঠিত করা ও তার পতাকা উড্ডিন করার মাকসাদেই তো জিহাদ করা হয়ে থাকে....কিন্তু খেলাফত কার্যকর করার ভুমিতে তা দাবীদারদের যৌক্তিক দলিলের প্রয়োজন, যাতে সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদী নির্ণয় করা যায়; আর এটা তখনই দিবালোকের মত পরিস্কার হবে যখন ফায়সালা হবে প্রবৃত্তির অনুসরন বিরোধী, তখন যে এর বিরোধীতা করবে তখন সে আর সত্যবাদী থাকবে না। যদি শত শত লোকের কলকাকলীতে ও হাজার লোকের করতালীতে এ সমস্ত খেলাফতদাবীদারদের তাদের অনুসারীরা ধোকায় ফেলে দেয়; অথচ আপনি তাওহিদের তরবিয়তে লালিত দাওয়াত ও জিহাদ

করছেন তা প্রতিষ্ঠিত করতে; সুতরাং আপনার জন্য উচিত নয় যে, তাদের সাথে নমনীয় হওয়া। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির নামে শরিয়তের হুকুমকে অস্বিকার করে, অথবা ধোকা খেয়ে যাবেন যদিওবা তা কিছুটা চাকচিক্যময় অথবা সৌন্দর্যমন্ডিত হয় কিংবা কিছুটা এমন চমক দেখায় যা প্রথমে শরিয়ত মোতাবেক মনে হয়, যদি তা সত্য হয় তবে ছোট বড় সকলের ব্যপারেই তার চিন্তার দুয়ার খোলা থাকবে তা না হলে 'আল্লাহর কসম' তা সত্য নয়।

৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে।

৫০) তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী ?

৫১) মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।সুরা-নুর

সত্যবাদী ভাই আমার! যদি কোন দলের ষড়যন্ত্রের জালে আপানার দু'পা আবদ্ধ। আপনার অবস্থা এমন যে,মুরতাদদের সাথে চুক্তির মানসে আপনি তাদের জন্য নমনীয় হয়েছেন এবং তাদের প্রোগ্রামে ঐক্যমত পোষন করেছেন তাদের ইশারাকে আদেশ মনে করেন আর আপনি জাহেলী পতাকা উচু করছেন শরিয়ত বহির্ভূত উদ্দেশ্য পানে ছুটছেন বরং ষড়যন্ত্রের পথে ....তবে দ্রুত ফিরে আসেন। এ পথে এক কদম ও বাড়াবেন না; আপনার জন্য নিজ দেশে স্বীয় পরিবারের ছায়ায় বসে থাকা তাদের জন্য একটি গুলি ছোড়া বা এ পতাকা তলে একটি কদম চালানো আর এ দলে শামিল হওয়া থেকে অনেক উত্তম।

যদি আপনার হিজরত আল্লাহর দ্বীনের জন্য হয় আর আল্লাহর রাস্থায় জিহাদ করতে বের হয়ে থাকেন; তবে তখনই আপনার লড়াই চলবে যখন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে আর দ্বীন পুরোপুরী আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে, না অমুকের জন্য বা মর্যাদার জন্য। আল্লাহ বলেন" আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।"সুরা বাকারা-১৯৩

বুখারী শরীফে আছে, ছাইদ ইবনে জুবায়ের ব. বলেন: আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা: গমন করলেন। আমরা তার কাছে সুন্দর কোন হাদীস শুনার আশা করলাম। তখন একব্যক্তি তার নিকট দ্রুত নিয়ে গেলেন এবং বললেন: হে আবু আব্দুর রহমান! ফেতনার সময় লড়াইয়ের ব্যপারে আমাদের কিছু বলুন, আল্লাহ বলেন- "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয়"। তখন তিনি বললেন: তুমি কি জান! ফিতনা কি? 'তোমার আম্মা তোমাকে হারাক' (ধমকের ক্ষেত্রে আরবগণ এটা ব্যবহার করেন) নিশ্চয় মুহাম্মদ সা. মুশরিকদের সাথে লড়াই করেছেন আর তাদের শীরকী ধর্মে প্রবেশই হল ফিতনা। এর দ্বারা তোমাাদের রাজ্যজয়ের লড়াই উদ্দেশ্য নয়।

আবু মুসা আশআরী রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন" তিনি বলেন রাসূল সা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঐ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে যারা লড়াই করে বীরত্ব প্রকাশের জন্য, লড়াই করে অহমিকা প্রদর্শনের জন্য, লড়াই করে.লোক দেখানো ভাবনা নিয়ে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ তাআলা জন্য লড়াই করল ? রাসূল সা. বললেন, যে লড়াই করে আল্লাহ তাআলার কালেমা (বানী) উচু করার জন্য সেই আল্লাহ তাআলার পথে লড়াই করে।"

তাই রেওয়াতের দিকে সুক্ষ্ম মনোনিবেশ করুন উদ্দেশ্য পানে লক্ষ্য করুন ভ্রষ্টতা থেকে বেচে থাকুন।

এ সময় সবচেয়ে সতর্ক থাকার বিষয় হল, শুভাকাঙ্খীদের আহত না করা শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর আঙ্গুলী প্রদর্শন এলোপাথারী অপবাদ দান বিনা দলিলে নাস্তিক মুরতাদ বলে মানুষকে আখ্যাদান থেকে বিরত থাকুন; ঐ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকুন যে স্বীয় জামাতের বিশ্বস্তার নিমিত্বে নিজ ভাইদের সাথে সুন্দর আচরন করছে, ধারনা করে মানুষকে কাফির ফতোয়া দিয়ে অন্যের আনুগত্যের জন্য হত্যা করে , জেনে রাখুন জিহাদ প্রাঙ্গন প্রবৃত্তির কালো ছায়া বর্ধিত হচ্ছে, কঠোরতা ও শত্রুতা বিস্তার ঘটছে, আল্লাহর বেধে দেওয়া সীমা-রেখা ভু-লুন্ঠিত হচ্ছে, হারাম বিষয় লংঘিত হচ্ছে, অন্যায়ভাবে পবিত্র রক্তপাত ঘটছে, প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই নিজ অভিযোগের পাল্লা ভারী করছে, আর অচিরেই আল্লাহ তার কথা ও কাজের ব্যপারে জিজ্ঞাসা করবেন, ঐসমস্ত ব্যক্তিদের মত হওয়া থেকে বেচে থাকুন যারা আল্লাহর জিজ্ঞাসার জবাবে বলবে: হায়! হায়! আমি ঘটনা জানিনা, লোকে বলে তাই আমিও বলেছি!!! তখন তাকে বলা হবে: তুমি জাননি, তুমি (কুরআন হাদীস) পাঠ করনি, আর তুমি হেদায়াতপ্রাপ্ত হওনি। সুতরাং দলিল তালাশ করুন আর এ হুকুমই আমি শিখেছি. আর এমন তরবিয়ত লাভ করেছি, নববী মানহাজের মুলনীতি এমনই পেয়েছি,

সবচেয়ে বিপদজনক কঠিন মাসআলা তাকফীর ও তার সাথে সংশ্লিস্ট রক্তপাত, মাল সম্পদ হালাল করা, গর্দান কাটা, মৃতদেহ ও পরিধেয় বস্ত্র প্রদর্শন ও পোড়ানোর ব্যাপারে স্বীয় জীবনকে 'তাকলীদে"র উপর ন্যস্ত করা থেকে বিরত থাকুন।

হাদীস শরীফে আছে" একজন মুসলিম ব্যক্তিকে নিহত হওয়ার চেয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ নিকট সহজ।"

ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত " সবচেয়ে জটিল বিষয় যার কোন সমাধান নাই তা হলো যে ব্যক্তি নিজেকে কোন সমাধান ছাড়াই হারাম রক্তপাতে নিজেকে জড়ায়"

এমন বাজে অধ্যায়গুলোতে প্রবেশ করা থেকে সাবধান হোন। যদি এ ধরনের কোন মসিবতে ফেসে গিয়ে থাকেন তবে অতিসত্বর নিজেকে গুটিয়ে নেন। আর এর জন্য তওবা ইস্তেগফার করুন। হক্বদারদের কাছে তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করুন ঐ ক্ষন আসার পূর্বে যে সময় দিনার, দিরহাম নেকী বা বদীতে রুপান্তরিত হবে। আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অতিক্ষিপ্ত হবেন না। কেননা তা আরো একটি অবাধ্যতা।

যে দিন তওবা ও অনুতাপ কোন উপকারে আসবেনা সে সময় আসার পূর্বে এ সমস্ত কিছু থেকে তওবা করুন, কিংবা এমন হবার পূর্বে যে, অস্ত্র পরিত্যাগ করে জিহাদভুমি ত্যাগ করেছেন আর হক্বসমূহ আপনার গর্দানে রয়ে গেছে আর আপনি দেওলিয়ার মত তওবা করবেন। যে ব্যপারে জ্ঞানী বলেন যে, 'যে বিষয়ে চেষ্টা করা না হয় তা সাধন করাও সম্ভব নয়.....

সত্যাশ্রয়ী ভাই আমার! আজ সিরিয়াতে যুদ্ধরত বিভিন্ন প্লাটুনে আপনার মত লোকদের উপস্থিতিতে আমি সন্দেহজনক মনে করিনা যদিও বা অধিকাংশ ঝান্ডাই বিকৃত ও পরিবর্তিত; পাশাপাশি আপনাকে এটাও কখনো বলব না যে আজ বাস্তবে শামে কোন জিহাদ হচ্ছে না, (এমন কথা থেকে) আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি.....আর এটা ও কক্ষনো বলব না যে ময়দানে পবিত্র কোন ঝান্ডা নাই; আর কক্ষনো এমনটা হবেও না... উম্মতের একটি দল এ বিষয় নিয়ে সব সময় উপস্থিত থাকবে, যারা তাদের বিরোধীতা করে তাদের কোন ক্ষতি বা লাঞ্চিত করতে সক্ষম হবে না, অবশেষে কেয়ামত এসে যাবে, যেমন আমাদের সংবাদ দিয়ে গেছেন সত্যাশ্রয়ী সত্যায়নপ্রাপ্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন এটাই আমার পথ যে দিকে আমি আহবান করি. যা আমি ও আমার অনুসারীগণ বুঝে শুনেই (আহবান করি)। আল্লাহ পবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তরভূক্ত নই।"

তাই! আমি বলব বুঝে শুনে পথ চলুন, মুসলমান ও তাদের জানের ও তাদের দ্বীনের ব্যপারে আল্লাহ কে ভয় করুন। আর ঐ দলের তালাশ করুন যা আল্লাহর হুকমে প্রতিষ্ঠিত, যারা সীমলঙ্গন বা সীমা সংকোচনে নেই..... জানুন! জেনে বুঝে পরিস্কারভাবে প্রমান করে দিন, আর মাথা নিম্নগামী করে ভাড়াটে চাটুকার হওয়া থেকে বেচে থাকুন, হত্যা ও লুন্ঠন এবং গলাকর্তন করে আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের জিহাদকে কুলুষিত করবেন না;

এমনি ভাবে বেচে থাকবেন-ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মিত্র বানানো থেকে, যাদের আল্লাহর হুকুম (কার্যকর) করার কোন ইরাদা নাই কিংবা এমন সৈনিক বনে যাবেন যার কোন শরিয়তের হুকুম-আহকামের পরোয়া নাই। তবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি বাদে, যারা শরীয়তবিরোধীদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত।

আল্লাহর সমীপে নমনীয় হোন যেন তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শন করেন তখন আপনি এমন সৈনিকে পরিনত হবেন যে, শত্রুদের থেকে দ্বীনে শরীয়তকে পাহারা দিবেন তামাশা ও বিকৃতি থেকে তাকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হবেন, তার ঝান্ডাকে বির্ভেজাল পরিশুদ্ধভাবে উচু করবেন এমন সময়ে যখন আপনার দ্বীনকে টার্গেট করা হয়েছে। তার বিকৃতকারী ও তার বিরুদ্ধে লড়াইকারী এবং বাধাদানকারী শত্রু ও জাহেলদের বিচার করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।সুরা আনকাবুত-৬৯

হাদীসে কুদসী আছে "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট তবে যাকে আমি পথ দেখাই, তাই তোমরা আমার নিকট পথকামনা কর আমি তোমাদের পথ প্রদর্শন করব।

লিখেছেন

আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী

শাওয়াল ১৪৩৫ হিজরী